R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ. ২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯১ সাল
১৪ই নভেম্বর, ১৯৮৪ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

জঙ্গিপুরে সোহরাবকে ঠেকাতে হাবিবুর আসরে নামলেন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মহঃ সোহরাব, বহরমপুর কেন্দ্রে অতীশ সিংহ মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে আজিজুর রহমানকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হলে কংগ্রেস-ই'র জনকয় এম এল এ এবং বিশিষ্ট নেতা তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন বলে হুঁসিয়ারী দেওয়ায় জেলার ৩ লোকসভা আসনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তাহ খানেক আগেও মোটামুটিভাবে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে যে অনুকূল পরিস্থিতি ছিল আজ আর তা নেই। এখন বহু কংগ্রেস'ই নেতাই প্রকাশ্যে এদের বিরুদ্ধে দরবার করছেন। জেলার দলের প্রার্থী ঠিক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আব্দুস সাত্তারকে। বিক্ষুব্ধ নেতারা তাই তাঁর কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এরা সকলেই প্রাক্তন কংগ্রেস-স থেকে ইন্দিরা কংগ্রেসে এসেছেন। মনোনয়নের ক্ষেত্রে এদের অগ্রাধিকার দলের পক্ষে ক্ষতিকর। যে সমস্ত নেতা ও এম এল এ এদের বিরোধীতা করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন কুমারদীপ্তি সেনগুপ্ত, শংকরদাস পাল, সিরাজুল ইসলাম, আলিহোসেন মণ্ডল, সুব্রত সাহা, কাঞ্চন মুখারজি, হাবিবুর রহমান এবং লুৎফল হক। জঙ্গিপুরে প্রার্থীপদ নিয়ে এতদিন দুজনের মধ্যে টাগ-অব-ওয়ার চলছিল। এরা হোলেন আলিহোসেন মণ্ডল ও মহঃ সোহরাব। এখন ওই আসনের আর একজন উল্লেখযোগ্য দাবিদার হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এম এল এ হাবিবুর রহমান। শ্রীরহমানকে সমর্থন করে রঘুনাথগঞ্জ-১ এবং ২ ব্লক কংগ্রেস, টাউন কংগ্রেস এবং সংঙ্গবাদ ব্লক কংগ্রেস-ই'র সভাপতিরা স্বাক্ষর করে হাই কমাণ্ডের কাছে একটি অনুরোধ পত্র (৪র্থ পৃ ১ম দ্রষ্টব্য)

রিক্সাচালকদের জুলুম বন্ধে পুলিশ ও পুরসভা নিষ্ক্রিয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভাড়া আদায়কে কেন্দ্র করে রিক্সাচালকদের জোর-জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষজন। রিক্সোচালকরা না মানছেন পুরসভা নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা, না মানছেন সরকারী আইনকানুন। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই সাধারণ যাত্রীরা নিগৃহীত হচ্ছেন। অকর্মণ্য জঙ্গিপুর পুরসভা এবং রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ সব কিছু জেনেশুনেও এইসব জোর-জুলুমের কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে রিক্সোচালকরা হয়ে উঠেছেন বে-পরোয়া। সাধারণ যাত্রীরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন হর-হামেশাই। নিগৃহীত হচ্ছেন মহিলারাও। আমাদের দপ্তরে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৫টি লাঞ্ছনার অভিযোগ এসেছে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। রিক্সাচালকেরা এতই বে-পরোয়া যে সরকারী বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করছেন না। যাত্রীরা কোন কিছুর প্রতিবাদ করতে গেলেই শুনছেন রিক্সোচালকদের অশ্লীল খিস্তি খেউড়। এসব ঘটছে দিনের বেলাতেই। রাতে এই জুলুম শালীনতা ও সহ্যের সব সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। জঙ্গিপুর ষ্টেশন চত্বর ও গাড়ীঘাট এলাকাগুলিতে বহু কুকীর্তির সঙ্গেও জড়িত বহু রিক্সোচালক। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এইসব রিক্সোচালকদের অনেকেরই কোনো বৈধ লাইসেন্স পর্যন্ত নেই। রাত্রে রিক্সোগুলিতে আলোও থাকছে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এইসব জুলুমের বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ এবং পুর কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি চুপ-চাপ। রঘুনাথগঞ্জ থানায় গাদা গাদা অভিযোগ গিয়েছে, অভিযোগ করা হয়েছে পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান হরপ্রসাদ মুখারজির কাছেও। কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা কিছুই ব্যবস্থা নেননি। খবর নিয়ে দেখা গেছে, জেলার অন্যান্য পুর এলাকাগুলিতে এইসব জুলুম অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। সেখানে পুরসভা নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকাটিও ঠিকমত মেনে চলা হয়। কিন্তু জঙ্গিপুর পুর এলাকায় এর ব্যতিক্রমে সাধারণ মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

এস পি অফিস থেকে ফাইল উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : বহরমপুর এস পি অফিস থেকে ফাইলপত্র উধাও হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ ৭ বছর ধরে সামসেরগঞ্জ থানার মালখানা থেকে একটি বন্দুক ফেরৎ পেতে মালিককে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বন্দুকের মালিক ধুলিয়ানের সুভাষ সরকার ১৯৭৮ সালের ১৪ নভেম্বর মারা যান। ১৮ নভেম্বর বন্দুকটি ওই থানায় জমা পড়ে। থানা কর্তৃপক্ষ ২/৭৮ নং মেমোতে জঙ্গিপুরের সি আই (পুলিশ) কে এবং সেখান থেকে এক বৎসর ২৭ ডিসেম্বর (৭৯) ফাইলটি ৬৬/৬০ নং মেমোতে এস ডি পিওকে পাঠানো হয়। পরের বছর ২৮ জুন (৮০) ২৭৪ নং মেমোতে ফাইলটি এস ডি পিও বহরমপুরে এস পি অফিসে পাঠান। খবর পেয়ে সুভাষবাবুর আত্মীয় স্বজনরা এস পি অফিসে ছুটে যান' কিন্তু সেখানে বহু খোঁজ করেও ফাইলটির হদিশ নাকি মেলেনি। ফলে আজও উদ্ধার হয়নি বন্দুকটি। এদিকে থানার গুদামে অযত্নে দীর্ঘ দিন পড়ে থেকে বন্দুকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

পি এম রিপোর্টের অভাবে হত্যা মামলা বিলম্বিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ফরাক্কা : জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট না মেলায় মহকুমার থানাগুলিতে বহু হত্যা ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ আদালতে রিপোর্ট দাখিল করতে পারছে না। নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের ৩টি কপির একটি সংশ্লিষ্ট থানাকে এবং অন্য একটি এস পি র কাছে পাঠিয়ে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘ ৩ বছর ধরে এই এলাকায় বহু হত্যা মামলার পি এম রিপোর্ট হাসপাতাল থেকে থানাতে আসছে না। ফরাক্কা থানার হোসেনপুর চড়ের বৈকুণ্ঠ মণ্ডল খুন হয় ৮২ সালের মার্চ্চ মাসে তার মৃতদেহ ফরাক্কা হাস-পাতাল থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয় পোষ্ট মর্টেমের জন্য। ফরাক্কা থানায় ১ মার্চ্চ (৮২) একটি হত্যা মামলা রুজু (জি আর কেস নং ১৫৬/৮২ হলে পুলিশ এ ব্যাপারে ১২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এ পর্যন্ত পুলিশ এ মামলার প্রয়োজনীয় পি এম রিপোর্ট না পাওয়ায় মামলা চালাতে অসুবিধায় পড়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে বার বার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দিলেও কোনো কাজ হয় নি।

জলজন্তুটি পুঁতে ফেলা হল মাটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় ১২ ফুট লম্বা এবং ১০১টি দন্ত বিশিষ্ট একটি জলজন্তু শেষ পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল। জন্তুটি একটা মেছো কুমীর বলে এক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন। পদ্মায় মাছ ধরার সময় গত সপ্তাহে এটি মৃত অবস্থায় জালে ধরা পড়ে। পরে সেটিকে রঘুনাথগঞ্জ বাজারে নিয়ে আসা হলে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

চালু হল
জেরক্স ঘর

ভালো ফটোকপির জন্য আজই আসুন

যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৯১ সাল।

অস্বস্তি বিরাজমান

প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাজনিত বার দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক শেষ হইয়াছে। নজীরবিহীন এই মৃত্যু জাতিধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে যেন পরিজনবিয়োগ-বিধুর করিয়া তুলিয়াছিল। শোকোদ্বেল আসমুদ্র-হিমাচল ভারত একদিকে আততায়ীকে ধিক্কার দিয়াছে, অন্যদিকে বিদেহী আত্মার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্র থামিয়া ছিল না; থামিবার উপায়ও নাই। মৃত্যুশোক লইয়াই একই ব্যক্তিকে প্রশাসনিক কর্তব্যপালন করিতে হইয়াছে। বোধ করি, আধুনিক কালে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ নাই।

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিল তাঁহারই স্বদেশবাসী। ফলে ঘরে তুলিতে হইয়াছিল সুদীর্ঘ পরাধীনতার বিষ-ফসল। জাতির জনককে হত্যা তাঁহার স্বদেশবাসী দ্বারাই। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হইলেন তাঁহার স্বদেশবাসী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে যাহাদের হাতে ন্যস্ত ছিল তাঁহার জীবনের নিরাপত্তা। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় নজীর পাওয়া যায় না।

প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর পারলৌকিক কর্ম সমাপ্ত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধী সরকারী কার্য-সম্পাদন আরম্ভ করিয়াছেন। আজ যে বিরাট জিজ্ঞাসা প্রতিটি ভারতবাসী ও ভারতবন্ধু বিশ্ববাসীর মনে দেখা দিয়াছে, তাহা এই যে, এই হত্যা চক্রান্তের স্বরূপ কি? কোথায় এবং কতদূরে ইহার মূল? এত বড় এক অঘটন ঘটিল অথচ ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ তাহার ইঙ্গিতসূত্র পান নাই কেন? রাষ্ট্রের সার্বিক নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সুপরিচালনা প্রভৃতির ব্যাপারে এই বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে যে শৈথিল্য ছিল, তাহার জন্য ভারতের মানুষ আজ নিন্দায় সোচ্চার। এখন শুরু হইয়াছে নানা অদল-বদলের। ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ সকলকে সজাগ করিয়াছে। দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী ও বাহিরের শক্তি ভারতকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী অশুভ শক্তিসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে একযোগে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি সংস্থার উপর ইন্দিরা গান্ধী হত্যার তদন্তের ভার পড়িয়াছে, সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম পি ঠক্কার এই হত্যা তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। অতঃপর প্রয়াত নেত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে রাস্তা বা উদ্যানের নামকরণ, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সংগ্রহশালা স্থাপন, তাঁহার জীবনচরিত, বক্তৃতামালা ইত্যাদির প্রকাশন প্রভৃতির আয়োজন চলিবে। কিন্তু যতদিন এই হত্যার ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হইবে, অপরাধীকে পৃথিবীর মানুষ যতক্ষণ তাহা না জানিবে, ততদিন সকলের মনে অস্বস্তি থাকিয়া যাইবেই।

আদিবাসীদের রাসযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের চাঁদপাড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি অন্যান্য বছরের মত চাঁদপাড়া আদিবাস গ্রামে গত ৭/১১/৮৪ থেকে ১০/১১/৮৪ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা প্রতিপালন করেছেন। তবে অন্যান্য বছর অনুসারে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর শোকে উৎসব ম্লান করে দিয়েছে। সাগরদীঘি নবগ্রাম ও রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের আদিবাসী পুরুষ মহিলা এই রাস উৎসবে যোগদান করেছেন। আদিবাসীদের বিশ্বাস রাস উৎসবে যোগদান করলে সেই গ্রামের কোন মহিলা বিধবা হন না। তাই আদিবাসীদের সমাবেশে আদিবাসীদের নাচগান।

স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি যুব কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ে এক স্মরণ সভার আয়োজন করেন। সভায় ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ ও সেবাদলের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রথমে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোঃ নাজেম হোসেন, সাগরদীঘি ব্লক যুব কংগ্রেসের সভাপতি গণেশ মণ্ডল এবং জেলা কংগ্রেস সদস্য নৃসিংহ কুমার মণ্ডল বলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর ২০ দফা কর্ম্মসূচীকে সার্থক রেখে আমরা তাঁকে স্মরণীয় রাখতে চাই। সেইজন্য গ্রামে কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী কারিগরদের মধ্যে অধিক উৎপাদনই হবে আমাদের প্রধান কাজ।

শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদের পটভূমি

দুর্ম্মুখ

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দুর্ভাগ্যজনক হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভূত হয় যে উগ্র ভ্রান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা এই অঘটন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। কিছু উগ্রপন্থী শিখদের পৃথক 'খালিস্তান' দাবী যে উগ্রতা শিখ জনমানসে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি এই নিন্দনীয়, ঘৃণ্য, ব্যক্তি হত্যা।

কোন সুস্থ চিন্তার অধিকারী রাজনৈতিক দল কিংবা সচেতন মানুষ এই ব্যক্তি হত্যাকে সমর্থন করতে পারে না। সে কারণেই ভারতের আপামর জনসাধারণের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হয়েছে ব্যাপক ধিক্কার। কিন্তু প্রশ্ন উঠে কেন এমন হলো। যে বীর ও স্বদেশপ্রেমী শিখ সম্প্রদায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্রতম লড়াই করেছে' যারা একদিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্ব দিয়েছে, দিয়েছে লক্ষ প্রাণ বলি স্বাধীনতার বেদীমূলে, তারা কেন, কি কারণে এই বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তির শিকার হয়ে ভ্রষ্ট আন্দোলনে মেতে উঠলো? অবশ্য একথা সর্বৈব সত্য যে শিখদের মধ্যে সকলেই এই মনোবৃত্তির সমর্থক নয়। তবুও একথা সত্য যে শিখদের এক বিরাট অংশ এই আন্দোলনের সমর্থক।

কেন এমন হলো এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে না পারলে এবং জনমানসে সেই মীমাংসার দ্বারা রাজনৈতিক চেতনাবোধ না জাগাতে পারলে এ আন্দোলন তরঙ্গ শান্ত করা সম্ভব নয়।

এই মানসিকতা সৃষ্টির কারণ উদ্ঘাটন করতে হলে সর্বপ্রথম দৃষ্টি ফিরাতে হবে অতীতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্ মুহূর্তের দিকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো ১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট। কিন্তু খণ্ডিত হলো দেশ। পাকিস্থান ও ভারত দুইটি পৃথক রাষ্ট্র স্বীকৃতি পেল। তারই ফলশ্রুতিতে পঞ্জাব ও বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো। পাঞ্জাবী হিন্দুরা শিখ জনগোষ্ঠীর সবল সহযোগিতায় সেদিন সমর্থ হলো লোক বিনিময়। অর্থাৎ পাঞ্জাবী সকল মুসলমান অসতে বাধ্য হলো পাকিস্থানে আর শিখ ও হিন্দুরা এলো ভারতে। সে দিনের নেতৃবৃন্দ এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বাধা তো দেনইনি বরং পরোক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বাংলার সচেতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেদিন ঐ নিদর্শনকে সমর্থন করে লোক বিনিময় মেনে নিতে চাননি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু সেদিনের সেইসব নেতারা স্বপ্নেও ভাবেননি যে অবচেতন মনের এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সমর্থন একদিন শিখ ও হিন্দুর ঐক্যেও ফাটল ধরাতে পারে। কিন্তু সেদিন তাঁদের সেই পরোক্ষ সমর্থনের দ্বারা যে বি বৃক্ষের বীজ জনমনে রোপিত হয়েছিল তাই বর্ত্তমানে সুযোগ ও সময়ের জল সিঞ্চনে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে একথা মনে করলে অমূলক হবে না।

সেই গণ বিনিময়ের ফলে পঞ্জাব হিন্দু ও শিখদের মধ্যে পশ্চিম বাংলার মত উদ্বাস্তু সমস্যা তো দেখা দেয়ইনি বরং তাদের হাতে মুসলমানদের পরিত্যক্ত ভূ-সম্পত্তি এসে পড়ায় তারা অতি সহজেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সহজ সুযোগ পায়। তদুপরি পরিশ্রমী শারীরিক বলসম্পন্ন শিখ সম্প্রদায় নিজস্ব অধিকারের মধ্যে প্রচুর কৃষিযোগ্য ভূমির অধিকারী হওয়ার ফলে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্জাবে সবুজ বিপ্লব আনতে সমর্থ হয়। এর ফলে অর্জিত হলো কোটি কোটি টাকা। পাঞ্জাবে সংখ্যাগুরু শিখদের মধ্যে গড়ে উঠলো নবীন ধনীক ভূস্বামী শ্রেণী। গড়ে উঠলো শিখ মূলধন। সেই ক্যাপিট্যাল বিনিয়োগ করার অর্থাৎ তার ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে কল কারখানা বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার প্রয়োজন ছিল পাঞ্জাবে, রাজনৈতিক সুষ্ঠু চেতনা বোধের অভাবে সে দিকে কেউ দৃষ্টি না দেওয়ায় গড়ে উঠলো না তেমন কিছুই। উপরন্তু শিখ ধনীক সম্প্রদায় সেই মূলধন ভারতের অন্যত্র বিনিয়োগ করার প্রয়াস পাওয়া মাত্র স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু ক্যাপিট্যালের বাধার সম্মুখীন হয়ে পর্যুদস্ত হতে লাগলো। যেমন প্রাক স্বাধীনতা যুগে মুসলিম ধনবাদী শ্রেণীর মধ্যে এই চিন্তা জাগরিত হয়েছিল যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু মূলধনই হবে মুসলিম মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রধান বাধা। অতএব তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজন, এই বাধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। সেই চিন্তায় পরিচালিত হয়েই গড়ে উঠেছিল পাকিস্থানের দাবী। সেইরূপ শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়া ধনীক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে যে নূতন শিখ ক্যাপিট্যাল এর উদ্ভব হলো তার বিনিয়োগ, শোষণ ও মুনাফার মাধ্যমে সেই ক্যাপিট্যালের শ্রীবৃদ্ধি করণে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিচ্ছিন্নতাবাদের পটভূমি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

বা খালিস্থানের চিন্তা ভাবনা গড়ে উঠলো এই নয়া শ্রেণীর মধ্যে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর বাধাস্বরূপে তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হলো হিন্দু ক্যাপিট্যাল। তাই নিজেদের উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য তারা সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে শিখ সম্প্রদায়কে এক স্বাধীন সম্প্রদায় ও হিন্দুদেরকে তাদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে প্রচার চালাতে চেষ্টিত হলো। বিদেশী ধনিক চক্র যারা ভারতের ধনিক শ্রেণীর উন্নতিতে শোষণের একটি পরম পীঠস্থান ভারত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিল, তারাও এই নবীন শক্তিকে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় মদত দিতে শুরু করলো। ফলে যথারীতি ইন্ধনের প্রভাবে এই আগুন ধ্বংসাত্মক রূপ নিল। সঠিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হবে এই হলো শিখদের বিভ্রান্তির পটভূমিকা। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর এই স্বাভাবিক অন্তর্বিরোধকেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস ত্বরান্বিত করে। এ বিরোধ শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু-শিখ বিরোধ নয়, এ বিরোধ দুই ক্যাপিট্যালের সম্প্রদায়ের বিরোধ। সঠিক রাজনৈতিক চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অর্থাৎ সাধারণ শ্রমজীবি দরিদ্র শোষিত জনতার মনে জাগিয়ে তুলতে হবে এই ভাব ধারণা যে দরিদ্র বা শোষিতের জাতি নেই, ধর্মীয়-মতান্ধতা তাকে শোষণ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। শোষণ মুক্তির সংগ্রামে শোষিত মানুষের জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে ঐক্য প্রথম প্রয়োজন। এই সচেতনতা জেগে উঠলে সেই জাগ্রত সত্তার কাছে থাকবে না কোন সংকীর্ণ জাতি বা ধর্মপ্রীতি। দূর হবে হিন্দু, শিখ, মুসলিম খ্রীষ্টানবোধ, কিংবা বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা। সেই দিনই হবে দেশের আত্মার নবজাগরণ। নচেৎ যতই আস্ফালন করা যাক্ না কেন বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতাবোধ কিংবা ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত হবার আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই।

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ক্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

সাপে কাটা রোগী প্রাণ পেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিস্তা গ্রামের এক ওঝা ঝাড়ফুঁক ও ওষুধ দিয়ে দুজন বিষাক্ত সাপে কাটা রোগীকে সারিয়ে তুলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। এর আগেও তারা বহু সাপে কাটা মানুষকে বাঁচিয়েছেন বলে দাবী করেন। ওঝাটি চাঁই সম্প্রদায়ের। বংশানুক্রমে তিনি ওঝার কাজ করে আসছেন।

ধর্ম্মসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : মনিগ্রাম গর্গমুনি স্মৃতি কল্যাণ সমিতি গত ৯-১১-৮৪ গর্গমুনির ঢিপিতে এক ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। সভায় হরিদ্বারের শ্রীমৎ স্বামী গকুলানন্দ মহারাজ সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, মানুষকে সত্যকারের ভালবাসা জানালে প্রকৃত ধর্ম্ম পালন করা হয়। মনুষ্যত্বই আসল ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করার জন্য সকলকে উপদেশ দেন। সভায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : চন্দননগরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জেলা দলের হয়ে অগ্নিকোণ ক্লাবের গৌরীপ্রসাদ সরকার ও বিশ্বদেব মুখার্জি এবং সাগরদীঘি স্পোর্টিং ক্লাবের মৃণাল মণ্ডল প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন।

জঙ্গিপুর : জোতকমল ফুটবল ময়দানে ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় লায়নস ক্লাব ৩-০ গোলে গোকুলপুর ভ্রাতৃ সংঘকে পরাজিত করে।

রঘুনাথগঞ্জ : খিদিরপুর মিতালী সংঘ পরিচালিত একদিনের "কাবাডি" প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় আইলের উপর জীবনজ্যোতি ক্লাব ৪৪-৪০ পয়েন্টে বরজের মেট্রো ক্লাবকে পরাজিত করে। জীবনজ্যোতি ক্লাবের মহঃ নাজিমুদ্দিন সেখ ও মেট্রো ক্লাবের মহাফুজ সেখ শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেণ্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

দিনের আলোতে হামলা

অরঙ্গাবাদ : গত ১৬ অক্টোবর দুপুরে সুতী থানার ছাবঘাটী গ্রামের শ্রীপতি রবিদাসের অনুপস্থিতে তাঁর বাড়ীতে কিছু লোক চড়াও হয়ে যাবতীয় সামগ্রী লুঠ করে। বাধা দিতে গিয়ে শ্রীপতির স্ত্রী সাবিত্রী আহত হন। থানায় খবর দিলে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। শ্রীপতি রবিদাসের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনই নাকি এই ঘটনার কারণ।

বাড়ী বিক্রয়
মিয়াপুর হাট সংলগ্ন ১৪½ কাঠা বাস্তু জমি সমেত পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে।
গ্রাহক সত্বর যোগাযোগ করুন :—
অলোককুমার সাহা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৫

খরিফ খন্দে ফুলকপি

উড়িষ্যায় অবস্থিত সয়েল কনজারভেশন সেণ্টার রায়সুযানে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে খরিফ খন্দে ফুলকপির চাষ যেমন সুবিধাজনক আবার তেমন লাভজনকও বটে। কারণ এই সময়ে চাষ করা ফুলকপি অগষ্ট-সেপ্টেম্বরে বাজারে ছাড়া গেলে বেশ ভালো দাম পাওয়া যায়। এছাড়াও দেখা গেছে যে, খরিফ খন্দে হেক্টার প্রতি ৪২ কুইন্টাল ফুলকপির ফলন হয়েছে।

পথ অবরোধ বন্ধ হোক

বাণীপুর : বেশ কিছু কাল যাবৎ জাতীয় সড়কসহ প্রধান রাস্তাগুলো অবরোধ করে ধান শুকানোর রেওয়াজ নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। রাস্তার পরিসর সংকুলান হওয়ায় যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ ব্যাপারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৩

মানব কল্যাণে
আরণ্য পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী

আজকের যুগে কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়—'দাও ফিরে সে অরণ্য,' এ কথাও সত্য যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়োজনেই আরণ্য পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী হয়ে পড়েছে। মানব সমাজ, সভ্যতা ও পরিবেশ একে অপরের উপর নির্ভরশীল এই কথা ভুলে গিয়ে কিছু অজ্ঞ এবং মুনাফালোভী মানুষ সর্বত্র পরিবেশকে কলুষিত করছে, প্রাচীন অরণ্যকে ধ্বংস করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রায় এক হাজার দুষ্প্রাপ্য প্রাণী এবং পঁচিশ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি নিশ্চিত অবলুপ্তির মুখে। এমন অনেক গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে যাদের আজও নামকরণই হয়নি।

নিজেদের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করবার জন্যই পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখায় আমাদের উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। নতুন অভয়ারণ্য সৃষ্টি, বন সংরক্ষণ এবং পার্ক সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

পরিবেশ সংরক্ষণে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই আমরা আমাদের প্রচেষ্টার পুরস্কার পেয়ে যাবো

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

কম খরচে হিমঘর

আই, এ, আর আই এর একটি সংবাদে জানা যায় যে, এই সংস্থা থেকে কম খরচে হিমঘর তৈরীর একটি নতুন প্রণালী বেরিয়েছে। এই নতুন উপায়ে হিমঘর তৈরী করতে যেমন খরচও কম লাগে আবার তৈরী করাও অনেক সহজ।

এই নতুন পদ্ধতিতে হিমঘর তৈরী করার জন্য ইটের একটি ঘর তৈরী করতে হবে যার দেওয়ালে গর্ত্ত হবে ৭½ সেমি গভীর। ঘরের মেঝেও একটি ইটের আস্তরণে ঢাকতে হবে। তারপর দেওয়ালের গর্ত্ত বালি দিয়ে ভরে দিতে হবে এবং তার ওপর খস্ খস্ চাপা দিতে হবে অথবা চটের থলেও ঢাকা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। এর পর সকালে-বিকেলে খস্খসে জল ছিটিয়ে সেটিকে ভিজিয়ে নিতে হবে। এইরূপ হিমঘর ছায়াময় জায়গায় করতে হবে যেখানে পর্যাপ্ত হাওয়া ও সূর্য্যালোক প্রবেশ করে। এই হিমঘরে সবজি ও ফল অনায়াসে চার থেকে সাতদিন পর্যান্ত সংরক্ষণ করা যায়। খুব গরমেও এইভাবে সবজি ও ফল রাখা যায়।

(এফ, আই, ইউ)

হাবিবুর আসরে নামলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠিয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও এম এল এ লুৎফল হক সক্রিয়ভাবে হাবিবুরকে মদত দিচ্ছেন। এ নিয়ে শ্রীহকের বাড়ীতে এক গোপন বৈঠকের পর সবার সমর্থন পত্র পকেটে নিয়ে হাবিবুর সাহেব কলকাতায় ছুট গেছেন। তিনি জেলা কংগ্রেসেরও সাধারণ সম্পাদক। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, সাত্তার সাহেবের সবুজ সংকেত পেয়েই হাবিবুর রহমান আসরে নেমেছেন। অন্যদিকে মহঃ সোহরাবের নাম প্রার্থী তালিকায় থাকলেও এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো ব্লক কংগ্রেস সভাপতির সরাসরি সমর্থন-পত্র তিনি আদায় করতে পারেন নি। এমন কি এম এল এ লুৎফল হকও তাঁর প্রকাশ্য বিরোধীতা করার কথা ঘোষণা করেছেন। ফলে হাইকমাণ্ড বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছেন। বহরমপুর ও মুরশিদাবাদ আসন দুটিতেও একই অবস্থা। বহরমপুরে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। সেখানে বর্ষীয়ান আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে লড়াই করার মত সর্ব্বসম্মত প্রার্থী এ পর্যন্ত মেলেনি। তবে কংগ্রেসের বেশীর ভাগ কর্মীর ধারণা এম এল এ অতীশ সিংহ প্রার্থী হলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল হতে পারে। অবশ্য মুরশিদাবাদ আসন নিয়ে দলের মধ্যে বিরোধ কম। সেখানে আজিজুর রহমান প্রার্থী হচ্ছেন এটা প্রায় নিশ্চিত। তবে কংগ্রেস ই দলে শেষ কথা বলে কিছুই নেই। তাই চূড়ান্ত প্রার্থী শেষ পর্যন্ত কারা হবেন তা বলা মুস্কিল। তবে যাঁরাই দলীয় প্রার্থী হন না কেন এটা প্রায় নিশ্চিত প্রত্যেককেই একাধিক কংগ্রেস 'ই নেতার বিরোধিতা মাথায় নিয়ে আসরে নামতে হবে। জঙ্গীপুরে এই বিরোধ মাথা চাড়া দেবে সবচেয়ে বেশী।

কৃষক শিক্ষা শিবির

ধুলিয়ান : সম্প্রতি এখানে মুশিদাবাদ জেলা কৃষক কর্মীদের দু'দিনের এক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ২৬টি ব্লকের ৫ জন করে মোট ১৩০ জন কৃষক এই শিবিরে যোগ দেন। উদবৃত্ত জমি বন্টন, বর্গাদারদের জমির অধিকার, ক্ষেত মজুরদের ন্যায্য মজুরী ইত্যাদি বিভিন্ন দাবীর কথা আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা কৃষক সভার সভাপতি নৃপেন চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক হরনাথ চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

পুঁতে ফেলা হল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দলে দলে মানুষ সেখানে 'কুমীর' দেখতে ভিড় করেন। স্থানীয় পুর কমিশনার ও বিশিষ্ট মৎস্য ব্যবসায়ী সুবল হালদার এই মৃত জন্তুটিকে গ্রহণের জন্য জঙ্গীপুরের প্রশাসন ও পুলিশের কাছে ছুটে যান। কিন্তু কেউই এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে রাজী হলেন না। বেলডাঙ্গায় এক প্রাণী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সুবলবাবু জন্তুটির পরিচয় জানতে পারেন। তিনি জানান জন্তুটি পুঁতে ফেলা হয়েছে। তবু যদি কোনো স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এর কংকালটি নিতে চান তাহলে তিনি সহযোগিতা করতে রাজী আছেন।

ফোন : ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল সিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।